পসরা

খসড়া

অমিয় চক্রবর্তী

ভারতী-ভবন
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৪৫

মূল্য—১৷৵

শান্তিনিকেতন প্রেসে
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।

উৎসর্গ

শ্রীমতী হৈমন্তী দেবী

করকমলেষু—

সূচীপত্র

খসড়া

বাড়ি

সিঁড়ি দিয়ে শুতে আসি ছাতে
ঘোরানো অনেক ধাপ সিঁড়ি,
ছাতে বহু তারা।
নীচের তলায় বন্ধ তালা
দোতলায় আলো আছে জ্বালা,
সিঁড়ি ছায়া-ভরা, বহু সিঁড়ি
উঠে আসি কাজ ক'রে সারা॥
আমার বাড়িতে হোলো বাস
নয় পূরো বারো মাস;
ঘরকে সাজাই, কাজে থাকি,
দিনে মগ্ন রয় আঁখি,
ওঠা-নামা ঘোরানো সিঁড়িতে।

সূর্য্য অস্তে জানালার শাসি
রঙে যায় ভাসি'
রাত্রি নামে।
পর্দ্দা টেনে বসি বই নিয়ে
সহসা চমক ভেঙে দিয়ে
ঘণ্টা বাজে,
শব্দ তার থামে।
ছায়া-ভরা সিঁড়ি, মধ্য রাতে
ধীরে ধীরে উঠে আসি ছাতে,
বেয়ে চলি সিঁড়ির ইসারা—
নীচের তলায় বন্ধ তালা
দোতলায় আলো আছে জ্বালা,
ছাতে বহু তারা।

চলন্ত

চোখের সৃষ্টিকে দেখি ট্রেনের জানালা-কাঁচ দিয়ে
মধ্যাহ্নে আদিম অচেতন
মাটির বিস্তৃতি ॥

আমার হঠাৎ-হওয়া মন
আয়নায়
তারি 'পরে রূপ নিয়ে চলে যায়
উদাসীন ঘুরন্ত প্রকৃতি ॥

কতদিন ?
মুহূর্ত্তের দ্বার খুলে দিয়ে
প্রাণের ভুবন সমাসীন।
চোখ নেভে, রং কোথা পাবে মন ?

এসেছিল চেনার অতিথি ॥

এখন দিল্লীতে গাড়ি যাবে,
সন্ধ্যা হয়ে সূর্য্য নাবে,
মনে ভাবি দৃষ্টির দর্শন ॥

নামা-ওঠা

গিয়েছি শিকড় বেয়ে নামি'।
মাটির নীরবে এসে থামি
ভূমিকায়।
তখন মধ্যাহ্নবেলা, তবু মোর জ্ঞানে
দিন রাত্রি চোখ-বোঁজা
এক দৃষ্টি ॥

পোর্ট্ সুদান।
জাহাজ-ডেকের রেলিঙ্-বাঁধা
আফ্রিকা, এই আফ্রিকা।
মরুর রৌদ্রে পোর্ট্ সুদানের জেটি ॥

সঞ্চার হতেছে সৃষ্টি
রচনার ঘরে।
সূর্য্য হতে আলো-কাঁপা পঁহুছায়।

ঘূর্ণিত হাওয়ার ছন্দ-খোঁজা
ঊর্দ্ধের ডাক আনে
স্পর্শের বেগ
মোর অগ্নিকোষে।
রসায়ন
সত্তার আধারে, স্তরে স্তরে,
ছোঁয় ধাতু, ছোঁয় শিলা।
জানিনা মাটির কারিগরে।

রঙের মাছের স্বপ্ন সচল, নৌকোতলায়।
কোরাল্ জলে আদিম রঙীন্ ভাষা
নীল সমুদ্রে, নীচে।
পোর্ট্ সুদানে॥

সত্তার আধার।
শিকড় মিশেচে। মাটি-মেঘ
অণুর গোধূলি-মিলা।
প্রদোষে
ওঠে শিরা বেয়ে পাতা
চেতনায় দিগন্তরে।
আমার মরণ?
কুসুমিত ধূলি
সন্ধ্যার কণায় ফিরে-আসা
মগ্নতার স্তরে।

স্মৃতিরশ্মি-হারা সেই খনির আসন।
বারবার
সেথা হতে উপরেতে ভাসা
দিনের কিনারায়।
সেথা কে রয়েচে আঁখি তুলি' ?

উট, উট, আর বালি,—
জাহাজ যাবে দেশের ঘাটে।
তীরের প্রাচীন দৃশ্য মিলায় পোর্ট্ সুদানে।

ঝুমঝুমি। চায়ের কেৎলী-ভাঙা, রায়েদের।
দেয়ালের ইঁট, কাঁচ। পাশ দিয়ে ফের
প্রাণের শিকড় বেয়ে উঠে আসি।
আছি বাংলাদেশে ; আপিসে নিযুক্ত বঙ্গবাসী॥

কালান্তর

সময় কি থামে ?
আঙুলের ফাঁক দিয়ে
দণ্ড পল মুহূর্ত্তের জল ব'য়ে যায়,
থামাই ঘড়ির কাঁটা।

তবু দেখো স্রোতোবেগে
চেতনা-বিদ্যুৎ নামে ;
মর্ম্মঘরে জ্বালি অনন্তকাল।
দণ্ড পল মুহূর্ত্তের স্তব্ধতায়

মাছ চলে নীল ঢেউএ ডাক দিয়ে ;
কাঁকড়ে ছায়ার হাঁটা
রেখার মাঠের সুর, স্বচ্ছতাল।
সময় ঘুমোয় রোদে।

দূর দ্বীপে দেখি জেগে
দিগন্ত দেয়াল বেয়ে সূর্য্য উঠে'
রাত্রি হয়। নক্ষত্রের ঘুড়ি
ওড়ে না, কেবল রাত্রি জুড়ি'

টান তারি জ্বলে স্পষ্টবোধে
জ্যোতির অতীত পথ।
ট্রেন চ'ড়ে কালের জগৎ
মধ্য-এশিয়ায় ছোটে

দলে দলে যাত্রী আনে,
থামি এসে বামিয়ানে॥

কালো জলে

জাহাজ মরাল যাও স'রে
ঢেউ-দেওয়া নীরে।
পাইলট্ বাঁশি বাজায়—
কোন্ কূলে যাবে কূল ছেড়ে।
দোকান মানুষ ঘর বাড়ি-বাঁধা পাহাড়ে
জাহাজ মরাল,
দ্বীপে আঁখি মেলে দূরে
ভেসে যাবে ঘুরে ঘুরে,
ছিঁড়ে যাবে চেনা জাল।
নীচে ঝোড়ো জল॥

উড়ে চলো, ফিরে যাই পৃথিবীতে
জাহাজ মরাল।
টিকিট কিনেছি, বাক্স রেখেছি তোমার ঘরে
জলে-ভাসা মোর বাসা ;

চলো সেই চেনা পথে পথে

এডেন পেরিয়ে।

আকাশ-চাকায় ঘোরো

জলের চাকায়,

পাহাড় দ্বীপের সারি রাঙা-ছাত বাড়ি

ঠাণ্ডা সহর এল, পুরোনো বন্ধুর ;

দ্বীপজ্বালা বিদেশী বন্দর।

চিনি কারে, সে কোথায় ?

নাম্‌ব না ঘাটে।

দূরে ভেসে চলে যাও

ছবি-আঁকা পটে,

ভাঙো ঝোড়ো জল,

জাহাজ মরাল ॥

পুষ্পদৃষ্টি

চাঁপার কলিতে, কবি, ধরো অণুবীক্ষণ যন্ত্র।
খুলে যাবে কোমল দিগন্তে দিগন্তে
জ্যামিতিক গড়নের অঙ্গন। সবুজের ঝাঁঝ্‌রিতে
আলো ঢোকে, কোষে কোষে, কচি পাতা অণুপথে
হাওয়া খায়, চমকিত কুঁড়ি হয়। লেন্সের
হলদে বিন্দুতে ডোবো। খোঁজো জীবনাংশের
অনিদ্র প্রাণকণা। রসায়িত তেজ শোষে
গাছ-কল, ধাতুবেগ নানারঙা ঘুরে আসে
অঙ্কের গণনায়।
চাঁপার রহস্যে চাও নেশা
জানার শক্ত কাঁচে, মোহভাঙা কাব্যের আশা॥

হাসপাতাল

দেয়ালের ওপারে রাস্তা চেঁচায়।
এদিকে উঠোনে বোবা ফুল (নিরাময়),
—বাড়ির খাঁচার মধ্যে রুগ্ন কান্না।
(শানের ঘরে প্রাণের টানাটানি)
রুগীদের আত্মীয় ঘোরে বারান্দায়
দু-জগৎ দেখে পাশাপাশি।
চেতনার দাম কত ভাবে,
বড়ো ডাক্তারের ফি ষোলো টাকা।
(হায়রে চেতনা) (ওষুধের শিশি কৌটো রাশি রাশি)
ফুলগুলো ঝরে বিনা খরচায়
বিনা ব্যাণ্ডেজে পাতা নাবে।
(শানের ঘরে প্রাণের টানাটানি)

বাগানের রোদ্দুরে চিল ওড়ে
দ্বারীর টিকিট নেই বাঁধা ডানাতে
(হায়রে চেতনা)
মাটিতে সময় হলে যাবে প'ড়ে।

কড়া চোখে নার্স ঘোরে, অধিবাসী যত বিছানার
কর্ত্তব্য খাতিরে পায় থার্মোমিটার,
বিশ্রী পথ্য।
("উপকারী"—মেডিক্যাল্ তত্ত্ব)
শানের ঘরে প্রাণের টানাটানি।
রুগীর দৃষ্টি খোঁজে দেয়ালের শেষ দরজাটা
ডাক্তার ওষুধ নার্স পার যেথা সব কাঁদা কাটা—
ক্লান্ত হয়ে দুচোখ নামায়।
(হায়রে চেতনা)
দেয়ালের ওপারে রাস্তা চেঁচায়॥

যৌগিক

মেলাবার দৈব। কী চায়? জীবন্ত মাটি,
মিলেছিল তাতে বীচি, রোদ, বলদ-আনা জল,
আকাশের জল; আল-দেওয়া খণ্ড মাঠে
রৌদ্র-বলয় ঘির্‌ল একদা কাঁচা শস্য, সোনার থাল—

ভরা পাকা ধান; হলুদ শর্ষে। কাজ, কত লোকের,
যুগের চেষ্টা জড়ানো আমার দুপুর-ভরা কাজ।
অকেজো মাসে গোরু চরেচে মাঠে, দেখি বাঁকের
আল-পথে লোক চলেচে, দূর মন্দিরের উঠেচে ধ্বজ।

এই মাটি। বাংলার; ভারতীয়; পূর্ব্ব খণ্ড; পৃথিবীর;
গ্রহমণ্ডলের মাটি। এক জীবনে-বাঁধা।
তলে হীরে, সোনা, অঙ্গার, আগুন; জীবের
সম্ভব-ভরা উপরের স্তরে সবুজ প্রবাহিনী নর্ম্মদা।

রাত্রি মাঠ। তারা-জ্বালা, প্রদীপ-জ্বালানো পথ, ঘর।
মেলাবার দৈব, এই মাটি জুড়ে আমার বুকে
সত্তার আঁধারে জানাও তুমি একবার,
কোন্‌ মিল মৃত্যুর, মাটির, ভবিষ্যতে? ভোরের জীবন-লোকে?

চায়ের বেলা

সিমেণ্ট্, চুনের ঢিপি আছে প'ড়ে
নতুন দালান সিঁড়ি-বাঁধা,
সাম্‌নের মাঠে ধূলো কাদা,
বুড়ো গাছ, পাতা ধূলো-সাদা,
বাঁকা আলো, ভাঙা শূন্য, নীল হাওয়া,
দুপুরের তেজক্লান্ত চোখের শিরায় মোর ছাওয়া,
—সব জোড়া এ বিকেল।
কাক-কুকুরের ডাক, টঙা-ঘণ্টা, লোক ঘোরে—
চায়ের সময় ওঠে ভ'রে।
পঞ্জাবে, পাঁচই মাঘে, রং নিয়ে ওপাশের ছাতে
বিকেলের মূর্ত্তি এল সেলাম জানাতে।
বিশেষ বিকেল।
একমাত্র ; মুখে চাই, এখনি হারাবে—
এ ছাড়া বিকেল কোথা পাবে ?

বই পড়ি, কথা বলি, আড়-মনে জানি—
ফেরি-অলা ডেকে যায় উর্দ্দু পস্তু মেশা বাণী,

হোক্ কপি, জুতো সাফ, চাই মাছ—ফ্রেমে
নানা মেজাজের ছবি এল নেমে।
বিশুদ্ধ বিকেল আঁকো, নাহি রয়,
(মুনীরে শেখাও বর্ণপরিচয়)
(তার পরে বোধোদয়)
দেখি যাকে—
চোখে কানে রঙে মনে মিশে থাকে,
—নতুন বিকেল—
চায়ের মায়ায় ঘোরে রক্তিম আপেল ॥

পরিধি

মৃত্যুর হাওয়া এল ঘরে—
মোমবাতি শিখা নড়্‌ল না।
নূতন মাসিক দুটো টেবিলে
পাতা-খোলা; চিঠি রেখেছিলে
মোড়ায় কাগজ-চাপা,
কেউ পড়্‌ল না।
তবু জেনে গেল ভিতরে।
জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়েছি,
চোখ বাড়িয়েছি,
ঘূর্ণিতে চাঁদ সর্‌ল না।
শূন্য শুধুই উপরে।

দরজায় সাড়া। ঘরে আনি
চেনা লোক, চেয়ারে বসাই—
কথা শুনে যাই:

ফুল-সাজি, ছায়া স্থির তা'র
নীল পর্দ্দা, দুপাশে দুয়ার,
জেনে গেল তাই।
মৃত্যু, একেলা বসে আছি,
সব নিয়ে কাছাকাছি—
গলির পাথরে জুতো শব্দ,
বাহিরে জটিল নিস্তব্ধ,
রাত্রি আড়াল কর্‌ল না।
মোমবাতি শিখা জ্বলে ঘরে ॥

সমুদ্র

নীল কল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চ্চে-পড়া। শব্দের ভিড়ে
পুরোনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।
নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে

দ্বীপ ভাঙে ; পাহাড়, প্রবালপুঞ্জ, নূনযন্ত্রে
ঘর্ঘর ঘোরায়। ধোঁয়া নেই। নব্যতন্ত্রী
ঐটুকু। আকাশের কারখানা ঢাকা-ডাইনামো,
শব্দ নেই। রাত্রে বারান্দায় ভাবি সমুদ্র কখন্ হবে শম।

ভিতর মহলে চুপ, জ্বলন্ত রঙীন্ চুপ,
আদিম মাছের টবে। হয় লোপ
গতির তাণ্ডবে গতি। মেঘ, বাষ্প, নদীর সঞ্চার
প্রচণ্ড পর্য্যায়-কলে বাঁধা। ঢেউ ওঠে নিরন্তর॥

তরল চলন্ত ঘরে অগ্নি কোথা? চাঁদ সূর্য্য উঁকি দেয়,
রুদ্ধ বেগ চুরি ক'রে জাহাজ চালাই ; কোথা রয়
কয়লা তেলের ঘাঁটি তব? মালয়, বোর্ণিয়ো, দূর
পৃথিবীর বুক ছেঁড়ে কয়লা-তেলের অগ্নি-চোর।

কাড়াকাড়ি কলের কবলে। ’মেরিকায়, চীনে, পূর্ব্ব হ’তে
হানাহানি য়ুরোপ ঘিরে। দেখো, প্রলয় জলের কল-পতি,
প্রতিদ্বন্দ্বী তব। দ্বন্দ্বী? লোকালয়ে স্বার্থের সংঘাত
সমুদ্রের স্বার্থ নেই, অর্থ নেই; ছোঁয় কোথা ভূ-জগৎ?

মেরুতে বরফ ঢেউ তব; আবর্ত্ত গরম কোথা;
নিয়ম-জলের অন্ধ বুকে
তবু নিয়ন্ত্রিত ঝড়; স্রোত ঘোরে; মন্‌সুন। দেখি তট-চোখে
মেশিন্‌-রাজ্যের সীমা। বাসনা-কলেতে মন ডাঙা-’পরে
হাবুডুবু খায় বুদ্ধি ভরে। কারখানা সব কার?
প্রশ্ন হাওয়ায় যায় উড়ে॥

নাগরদোলা

চারপয়সার নাগরদোলা কে ছুলিবি আয়,
ঘোরায় মেলার কর্ত্তা, ভুবনডাঙায়।
ভুবনডাঙা তো ঘোরে, ঘোরে বোলপুর
বীরভূমি বীর ঘোরে—আরো লাগে ঘুর
চার্‌পয়সার কলে ছোটে আস্ত গোটা গোটা
আংলা বাংলা ধরা ধাম, ছেঁড়ে বুঝি বোঁটা
ন্যুটনী আপেল, ঘোরে ছাতাসুদ্ধ মাথা।
হের পৃথ্বী চারিপাশে সারি সারি পাতা
তারা উল্কা চাঁদ সূয্যি : মাথা ঘোরা বাড়ে
সূর্য্যের সহর ঘোরে, হেবগা-গ্রহের ধারে।
হেবগা-সুদ্ধ জ্যোতির্গুচ্ছ আরো ঘোরে কার
কাল-শূন্য আইন্‌স্টাইনী শূন্যে একাকার।
ভির্ম্মি-লাগা রক্তে নাচে স্বপ্ন দোলাছুলি
ধকো ধকো অণু ঘোরে শুনি বক্ষে বুলি।
আমার ঘোরা তো হোলো, যাই এবে কোথা ?
ভুলে গেছি ঘর বাড়ি। পালা শেষ। হোথা
তুমি ওঠো, রামু বণ্টু তোদের সময় :
ধম্মের লাটিম ঘোরে শাস্তরে তাই কয়।

সেলাম মেলার ঠাকুর॥

পুকুর

ছোটো জলের আয়না :
টুক্‌রো আকাশ লুকিয়ে রাখো
বুকে ঢাকো।
এখন দুপুর
হাওয়ায় ছোটে মেঘের কুকুর,
শূন্য ফ্রেমে বাঁধো, বাঁধো,
ধরো আলোর জালে।
চাও রং, চাও ঢং,
কাঁচের পুকুর।
খনির মধ্যে ঢুকোও,
লুকোও ॥

আঁধি লাগ্‌ল : ঠক্‌ঠকানি ডালে ডালে ;
ঝড়ের তলায়, ঝক্‌ঝকে কাঁচ,
সূর্য্যচেনা জগৎ নাচাও মৃন্ময়ী নাচ
সাদা পালে।

ধ্যানের সিনেমাতে
মুদির দোকান, মাছি মাতে ;
রাস্তা ছোটে
মোটর বাস্‌-এর ধুলো ওঠে,
ছবির ধূলো।
রঙীন প্রাণকে ভোলাও, ভুলো
কাঁচের জলের আয়না ঃ
হাসির কথায়, লোকের বিজ্ঞভাষে
ইস্পাতী তোর বুকে ভাসে
রেলের স্টেশন, সবুজ আলো, ঘুম-হারা জান্‌লায়—
খুঁজে পায়না
পৌঁছল সে আপ্‌নি কোথায় ॥

আশ্চর্য্য

আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, স্বীকার করি।
—কিছুই চেনা নেই, গেল না জানা—
বল্‌তে বল্‌তে ট্রামে উঠে পড়ি,
কোথায় আছি তার কী দেব ঠিকানা?
যদি কেউ (ধরো) জান্‌তে চাইত প্রাণের কাণ্ডখানা?
দুপাশে দোকান দেখি, দূরে একটা গাছ,
ও-বাড়ির ছাতের আকাশে ঘুড়ির ঘুরন্ত নাচ,
কেন? কোথায়? তবু তো নেই মানা
না জেনেই থাক্‌ব সবার মধ্যে, বাঁচ্‌ব—যতক্ষণ না মরি।
ভাবি, এবং তারই সঙ্গে, সিনেমার বিজ্ঞাপন পড়ি॥

এরোপ্লেনের নাটক, লোক হবে অনেক
(ঘাস পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য! মাটি রহস্যময়,
এতটা রহস্য ভালো নয়)
আপাতত নেমে টিকিট কিনি, মনে সিনেমার উদ্রেক।
যে-দেখচে তাকেও দেখি, তবু খেলা,
ভুলের ঘোরে মন্দ কাটে না বেলা।

আজ্‌কে গড়ের মাঠে হাঁট্‌ব রাত্রে, ধীর পায়ে,
হয়তো দক্ষিণে হাওয়া লাগ্‌বে গায়ে,
স্টীমারের বংশী, গঙ্গার (অতি পবিত্র) জল,
ঘাটেই আছি তবু বল্‌বে, ঘাটে চল্‌—
বাড়ি ফির্‌ব, যেটা আমার বাড়ি, গলিতে (তিন নম্বর)
আলো-জ্বালা আপন লোকের ঘর।
জানিনা (নিজেকেও) তবু ভালোবাসি, বুক ওঠে ভরি'—
আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, স্বীকার করি ॥

মর্ম্মান্তিক

(১)

ঝড় নেই, ধূলো ॥
ধূলো যায় ভ'রে
অদৃষ্টের চাকা ঘোরে
আঁধি দিয়ে দৃষ্টি দিল ঘিরে ।
সর্ব্বস্বের ধূলো,
নিশ্বাসের পথ চিরে
মৃত্যু ওড়াও ॥

লুপ্তির ধূলো ।
কঙ্কালের গুঁড়ো ; ইঁট, আদিম সহর-ভাঙা
চেষ্টার চূর্ণ ইতিহাস,
কালের পাঁজর-কাটা উড়ন্ত বাতাস
আনো প্রেত-গাছ, খনি , বাসন-খণ্ড রাঙা
মরু-ধূলো উড়ে যাও ॥

জীবন্ত-মৃত্যুর ধূলো।
নগরের ঘরে ঘরে বীজ রোপো,
বীজ হতে ওঠে চারা
অপ্রাণ নিরঙ্গ আকাশে।
সাক্ষী ক'রে যক্ষ্মা-দেবী সোঁপো
কান্নার ফাটা ফল, ভারা ভারা।
যথা সনাতন হরিদ্বারে
সন্ন্যাসী-জনতা পুষ্ট মারী
ওলা-বিবি তুষ্ট ধর্ম্মবারি
পুণ্যের বন্যায় ভাসে,
ভূভারতে শ্মশান-বিলাসে;
বৎসরে বৎসরে
মৃত্যু-কুম্ভ পূর্ণ ক'রে
ধূলি, তব মন্ত্র দাও ॥

(২)

কোথায় সেনানী ?
পূর্ব্বদেশে
ইরাক আরব চীন অর্ঘ্য আনি'
ধূলো,
স্তূপ করে সত্তা তব পায়ে, সাথে মেশে
শ্লথ ভারতের ভাঙা কুলো
কলিযুগ-মানা গুরু বাণী।

স্বদেশী শিবিরে আছে শত্রু তব, ধূলো :—
দরজা, মলিন পর্দ্দা, কুলি-টানা পাখা,
ভিস্তি-বওয়া জল, ঝাঁটা,বহুর বেদনারক্তমাখা
জমিদারী মঞ্চে রাখা
দুর্লভ আরাম। আর, বৃষ্টির প্রার্থনা,
কৃপালোভী ভিড়ের সান্ত্বনা।

ওপারে নবীন দেশে, প্রাণলোকে
শান-বাঁধা ধ্যান,
কল্যাণী ইঁটের ফ্ল্যাট্ ঘাসে ঘেরা ;
বিজুলি-জ্বলন্ত জ্ঞান,
সাধকেরা
জীবনসাধনা সংঘে ধুলিজয়ী।
শাপগ্রস্থ !—ফুকারেন পূর্ব্বমুণি ঊর্দ্ধচোখে,
সহরের ড্রেন ধর্ম্মহারা ! ("আধ্যাত্মিক ধূলি মেখে রই")
"শাপগ্রস্থ, ধর্ম্মহারা !"—বলে ত্রিশকোটি অনাহারী
দৈবপদধূলির পূজারী।

ঐ শাপ কবে, ধূলো,
মর্ম্ম তব দীর্ণ করি' পরিচ্ছন্ন প্রাণের নগরে
নির্ম্মল নিশ্বাসবায়ু পশ্চিমে পূরবে দেবে ভ'রে ?

মানুষ সেনানী এসে
সূর্য্যতলে সমাজের শুভ্র ভিত্তি বেঁধে দেবে শেষে ?
ততক্ষণ
লাঞ্ছিত, ধূলির ভৃত্য, মোর ধূলি-ভরা দেহ মন
ধূলির পরম তত্ত্বে মাতোয়ারা
লাহোরের পথে পথে অন্ধপারা
অদৃষ্টের গান গাও ॥

কুয়ো-তলা

চোঙ্। কালো ছলছলে তল ; উপরে চাকৃতি শূন্য-রঙা,
ইটের ফাটল লাল জবা ফুল সাঁওতাল পিতলের
ঘটি বাটি রাঙা

গামোছা। গাঁয়ের বটছায়ে
কাঠ কাঁদে কাক ঠোঁট ঘ্যান ঘ্যানে দড়ি, যায় ব'য়ে

গ্রীষ্মের কান্না ঃ উনোনের রান্না ঘরের জল, ওঁ,
চূন্-সুর্কির ভাঙা চোঙ।

স্নান-ভরা সরবতে আগুনে বাসনে ক্ষেতে, ভিজে,
কাঁকরের ধ্যান ধোঁয়া ধোপার কাপড়ে বালী ব্রিজে

আলোর আয়না তুমি, মেঘের একক, পৃথিবীর নীল বায়ুস্তরে
প্রাণের মণ্ডল, জল, চায়ের গরম জল,
দোকানে বরফ শৈল শিরে।

ওঁ
চুন্ সুর্‌কির ভাঙা চোঙ।

বাষ্পে শিরায় জোরে বিজুলি-কলের চাকা, চাকে
কুমোরের, কুমীরের মোটরে উটের গলে, চোখে

দুঃখের, মাছ-খুসি, জাহাজ নৌকো-ডুবি
গঙ্গার পথ ঘাটে গাছে
সৃষ্টির আদি ওঁ, ঢেউ ওঁ, প্রাণী বাণী ওঁ ওঁ, আছি।

বেনুড়ি গ্রামের মানুষ,
দাঁড়া, এই থালাটা মেজে নিই, একটু বোস্।

স্বপনে বিশ্বরূপ দেখিনু (গীতার),
পানি, পানীয়, ভুবনে গড়াগড়ি,
অগণ্য বাল্‌তি-ঝোলা, কৃষ্ণ, আ মরি, গলে দড়ি॥
ছাতি-মাথে মতিদের কুয়োর ধারেতে আছি পড়ি॥

বহুকালের ঘড়ি

অন্ধকারে উঠে দেখি হাত-ঘড়ি
হাতে নয়, খোলা আকাশে।
রেডিয়ম্ জ্বালা সময়
দপ্ দপ্ করচে শূন্য জুড়ি',
চোখ নামাই।
লক্ষ তারায় তৈরি ঘড়ি
কটা বেজেচে ?

চক্রে চক্রে কাঁটায় কাঁটায় চলচে নেচে
কালের ডায়ালে, ঘূর্ণনায়।
সুইস্ মেক্ নয়, শব্দ নেই
সেকেণ্ড মিনিটের অনুপ্রাসে।
ছন্দের পরিধি কোন্ পথে
ঘড়ি কার হাতে ?

চৈতন্য জমিয়ে পড়তে চাই, এক হ'য়ে
পৌঁছতে পারিনে, শুধু চোখে

বৈশাখী রাত্রির ডালা খোলে
ভিতরে কলের কী কাণ্ড চলে,
আলোর প্রলয়ে
মুহূর্ত্তের সঙ্কেত লাগে বুকে।

ঘড়ি কানের কাছে টেনে
ঘুমিয়ে পড়ে শিশু, বেশি আশ্চর্য্য হয়ে। না জেনে
ঘুমোও। কটা বাজ্‌ল জান্‌বে না মন।
জাগার কাল অন্য,
যে-কাল ছুঁয়েছি রাত্রে হঠাৎ, তা ভিন্ন॥

দুপুর

ধক্ ক'রে লাগে বুকে—
—তুমি—
খুঁজি চারিদিকে।
আমি
রোদ্দুরে দরজা-খোলা ঘরে।
উঠোন, আকাশ,
একেবারে
ধুয়ে মোছা শেষ।

এই আমি। এসো আজকের তুমি
দূর পথে চেয়ে দেখি—
—যেমন ক'রে পারো এসো—
ঐ আজো দুজনে একাকী
চলে যায়, চলে গেছে তবু যায়,
মুগ্ধ চোখ ; পৃথিবীর পরিচয়।
যদি—তুমি আসো—

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো,
সম্পূর্ণ হঠাৎ-জাগা আমি,
এও মরীচিকা, নহে কারো॥

ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্‌

ধ্বনি,
ঘর্ঘর ঘর্ঘর হতে···ওম্‌
ঘুরে ঘুরে শব্দের চার-পাখা এক ছায়া
শব্দ মন্ত্র কায়া
ধ্বনি——ওম
মণিপদ্মে···হুম্‌
লক্ষ ভোল্‌ট বিদ্যুৎ-ঘোরানো।
বিশ্ব ছোটে ঝটিকায় মেলে শেষ অব্দে
কোটি কোটি ভ্রমর তুরীয় শব্দে।

বদ্ধ কাম্‌রায় রাতে ছায়া কাঁপা বক্ষে
হঠাৎ নিঃশব্দ-থামা রেলগাড়ি কক্ষে
চার-পাখা চর্‌কায়
না-দেখা স্টেশন, ভিড়, চলাচল চীৎকার
ঘণ্টার কাংসরে দূর তারা ঘুর খায়,
দ্রব মন-মগ্নেতে কথাহীন ঝঙ্কার,
ইলেক্ট্রিক্‌ যন্ত্রের ওঙ্কার।

রৌদ্র জাহাজ চলে হুহু জল-নেশা
মেশিনের ধক্ ধক্ দিনরাত মেশা।
চোখের কাঁচেতে আঁকা নীল ভাঙা মরু ;
ফ্যান্-তলে ডেক্-এ শুনি নিরন্ত ডমরু
—হঠাৎ ডাঙার কথা হানে হুইমনা ;
সুইচ্ বন্ধ ক'রে ছিঁড়ি সুতো-বোনা।
　　পিছনের তট যায়, নারিকেল সারি—
　　তুফান সম্মুখে ডাকে রুদ্রের দুয়ারী।
রাত্রে মাস্তুলে মেঘে ছিন্ন চাঁদ ঝোলে
সিনাইয়ের বালু ছায়া দূরে যায় চ'লে।
পাখা খুলে ডিমি ডিমি রক্তের ছন্দে
ফিরে পাই—আছি, আছি,—চেনা পাখা মন্দ্রে॥

ঠারে-ঠোরে

১

সরকার বাহাদুর বানিয়েছে আজব কোম্পানী
যেথায় বিরাজ করো, মন, তবু স্বরাজ জানোনা।
কুলি মজুর সাজো, ধূলোর লাজে লাজো—আজো
অঙ্গে রঙ্গে প্রভুর সঙ্গে তোমার প্রভুত্ব মানো না। হায়রে,
রাজা তুমিই জানো না রাজধানী॥

২

একবার দৃষ্টি মেলো সৃষ্টিকাজে দেহ সমাজে
আপন আমলায় মামলায় কত কাজে ঘুরতেছে দরবারে—
যথার্থ সাজে
শিরে শিরোপা শিরায় শিরায় লাল উর্দ্দি সেপাই বাহিরায়
শোনো রহস্য অস্য কে করে ভাষ্য ভাবো
কার বলদে ঘোরায় ঘানি,
কোষের ধার্য্য কার্য্য মৃত্যু অনিবার্য্য
তবু প্রাণের লাঙল চালায় টানি॥
(মন কৃষিকাজ জানো না)
জীবাণুর সংগ্রাম কী পরিণাম আস্থি বস্থি দুর্গের মধ্যি
অলক্ষণ বিলক্ষণ নিত্য পিত্ত যকৃৎ বিকৃৎ কাসি সর্দ্দি,

(আবার) আরাম আত্মারাম পাকযন্ত্রের পাকে
পাকশালায় হাঁকে
দাও ফলার আহার পথ্যের বাহার—
ঐ সাবু কুইনাইন করো কোর্ব্বাণি।
স্নায়ু বায়ু আয়ুর ব্যবস্থা অবস্থা কে বিধায় কী জানি॥
(তুমি জানো না রাজধানী)
সাম্যতন্ত্র যন্ত্র কখনো উদ্‌ভ্রান্ত, কোষাণু স্বেচ্ছাতন্ত্র
হলে নিতান্ত দেহান্ত
(তবু) সমবায় আশ্চর্য্য বিচার্য্য, মন,
তব কার্য্য চরত শুশ্রুত সংহিতাচার্য্য
জ্ঞানে বিজ্ঞানে বীক্ষণে ধ্যানে (কক্)-ক্যারেল্
লিস্টার পাস্তুর মিস্টার
প্যাভ্‌লভ্‌ সজ্জন ভেষজ সার্জ্জন শোনো সব বাখানি।
অজ্ঞান মজ্জন দাও বিসর্জ্জন কল্পন জল্পন আপ্তবাণী॥
(হায়, সুবুদ্ধির ব্যাপার জানোনা)
করো মনিত শক্তি-বিহিত নৈতিক বৈদ্যুতিক
প্রৈতি করো অধিষ্ঠিত
ঐহিক দৈহিক শতায়ু বৈদিক কর্ম্মের ধর্ম্মে মর্ম্মনিহিত,
দৈব নৈব অতীব দুর্দ্দৈব ভীতি-প্রতীতী জর্জ্জর জৈব
প্রাণের অশ্ব বশ্য অবশ্য হও তারি সন্ধানী॥
(প্রভুর সরিকে রাজধানী)

৩

রাত্তি পোহাইলে ধুঁয়ার প্রদীপ নিবায়ে লও
মন রে মন।
কী কৈব তোরে ভয় নাই তোর ভোরের বাও
শোনো রে শোনো।

কোথায় আজব সহর তোর কোম্পানীর মালিক হাসে
আসমান জমিন কী হৈল রে অনায়াসে
প্রভুর নতুন সরিক হইবে তাও।
দিনের তত্ত্ব মিছে ভাবিস্‌ মন ॥

ঘর

বাড়ি ফিরেচি।
জারুলের বেড়া ; কাঁকর পথ থাম্‌বে দরজায় ;
আমার পৃথিবী
এইখানে শেষ।

অনেক দেশ
চোখের তৃষ্ণায় ঘিরেচি।
অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়।
মনের স্মৃতির ঢিবি

আজ নেই।

নূতন হলেম প্রণামে
এই
আপন ঘরের গ্রামে।

বেড়া পার হল, পা, চলো।
সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ ;
গাছের আড়ালে, বলো
কে স্থির দাঁড়িয়ে—
আলো নিয়ে॥
ফিরে-আসার সাঁঝ॥

নীতিজ্ঞ

হয়,
জল হতে বাষ্প
বাষ্প হতে জল ;
অনিল, অনল,
ধারা বয় :
নর্ত্তন, আবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন
—অতএব, কী ?
বলো বিজ্ঞানিক
এটা বা ওটা হয়
তাতে কিসের পরিচয় ?
ভালো বা ভালো নয়
কেমন ক'রে পেলে ওতে
গ্রহ তারা আলোর স্রোতে
চলে কেমন, রসায়ন,
কোথায় দেখ মনের বন্ধন
স্বাধীন গতি, বা, নিয়তি ?
হয়, রয়, বিলয় :
অতএব—কী ?

বকযন্ত্র

জড় যেখানে হয় জীবন
সেই খোলো আস্তরণ,
চামড়া।
তলে, দেহের মধ্যে
চাও জ্ঞানে, দুর্ব্বোধ্যে,
ধাতু হল কোষ-বেগ
জীবাণু, উদ্বেগ—
বুদ্ধির নাট্য হবে মাথায়
তারি আসন-পাতায়।

জীবন যেখানে হয় মন
সেই খোলো আবরণ
ভাবনা।
স্বপ্নে, জাগায়, কাজে
প্রাণ হল মননায়িত ;
জীবন, তার সংরক্ষণ,
সুপ্ত বন্ধন, বিসর্জ্জন,
তারও পারে ইচ্ছার ক্রন্দন
হয় যেথা দেহে কল্পাতীত ॥

অতি-আধুনিক

(১)

উল্‌টিয়ে দেখো।
মন, যা সব শেষের
সর্ব্বদেশের,
তাতেই উহ্য ইতিহাস,
জড়ের, জীবের প্রয়াস।
(বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু,
আন্তর্নাক্ষত্রিক লোক ঐ ইন্দু)
তার হাসি
ওঠে তাতে পরকাশি'
অরণ্যে ফুলের বন্ধ,
তির্য্যক্ আলোর ছন্দ ;
মানুষ নিঃসঙ্গী
সমাজ বানানোর ভঙ্গী।
কথা ঃ
প্রচ্ছন্ন সার্থকতা,
জয়ীর বিষাণ
চিন্তার নিশান।

(২)

মনের আনাগোনা,
অতীত রয় ঠাস-বোনা।
সুরু এখান হ'তে
চলো ভবিষ্যতে।
আধুনিকের কাব্য
সাম্‌নে খোঁজে অভাব্য,
ভিত্তি, মনের ধারণ—
হার-মানা তার বারণ।
পদ্যে
জানা রেখেচে মধ্যে,
দূরের দূতী
চল্‌চে অনুভূতি।
জড় ও জঙ্গম
প্রাণের সঙ্গম
মনের বশে
নূতন রাজ্যে পশে।
তাই আর্টের দৃষ্টি
সুযৌক্তিক ভুবন সৃষ্টি।
ভয় নেই বিজ্ঞানকে
অর্থনীতির ধ্যানকে,
সমস্ত প্রসঙ্গ
রূপের অঙ্গ,
ছন্দে হচ্চে ঢালাই।
—চিন্ময় দেয়াশালাই।

স্মারক

খুঁজেচি জড়কে, প্রাণকে, মনকে
সব মিলে আপনকে,
জেনো, সত্তার স্বামী
মানুষ, বহুযুগের আগামী।
দাঁড়িয়েছিলেম কোথা, পিছু চেয়ে
দেখো ব্যক্তির ধারা বেয়ে,
তার পরে, কবি, তোমার কবিত্ব
দিয়ো, নূতন চোখের ছবিত্ব
জানার দামে দামী॥

চলৃতি-বিজ্ঞান

কেমন ক'রে কী হচ্চে
একান্ত দেখ্‌ব তাই,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবীর মর্ম্ম, কাজের গড়ন
ধরণ,
বরণ,
মরণ,
হঠাৎ ঝলসে উঠ্‌বে—এ কী ?
দেখি
এই যা, তার রূপ যখন দেখ্‌তে পাই,
এমনি চলে,
কলে,
পলে
পলে
তখন বুঝেচি, না বুঝেও হঠাৎ বুঝেচি যেন ?
বুঝেচি ? পারব কি বুঝ্‌তে
খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে
—কী ?
শুধু কেমন ক'রে নয়, কেন ?

সম্বন্ধ

কীট্‌স বলেচেন
দেখ সত্য,
যাথার্থ্য
—এই সুন্দর।
অর্থাৎ মন কী আন্‌চে দৃষ্টিতে
যাতে সৃষ্টিতে
দেখ্‌চে সুন্দর।
বলেচেন, কবির অন্তর
সুন্দরে দেখ্‌চে পরমতত্ত্ব
যাথার্থ্য,
—এই সত্য॥
সম্বন্ধের এই তথ্য।

গান্ধীজি বলচেন
ঈশ্বর,
সত্য।

যিনি সব
তার মধ্যে অনুভব
যা কিছু তথ্য, তত্ত্ব।
অতএব—সত্যাগ্রহ,
(আধ্যাত্মিক। কর্ম্মের আগ্রহ।)
এখন আরো বল্‌চেন
সত্যই ঈশ্বর,
অর্থাৎ যেখানে সত্য হও কর্ম্মে, দেহে, মনে
জেনো সেথা জীবনে
ঈশ্বরত্ব॥

মেঘদূত

(১)

(শিল্পলোক)

শাপগ্রস্থ সেদিনের মেঘঝড়
হোলো আজ কালির আঁচড়,
বর্ণধূলি।

হে যক্ষ,
তোমারও সে-গতি ; লুপ্তি-মেঘে
অঙ্গুলি-
কম্পিত রেখার সূক্ষ্ম তুলি-
লগ্ন হলে চিত্রীর উদ্বেগে।
তব সখ্য
ছাপার অক্ষর,
কালিদাস।

সে-ছবি,
সংস্কৃত কাব্য,
—ছাত্রের, প্রিয়ার নয়—হোলো ইতিহাস,-
খোঁজে ভগ্নশেষ
উজ্জয়িনীচূড়ার উদ্দেশ॥

(২)

(পৃথিবী ও প্রাণলোক)

বৃষ্টি পড়ে,
ছাতাঅলা গলির ভিতরে।
গঙ্গা,
বেত্রবতী নদী নয় শিপ্রা নয়, তবু তার সংজ্ঞা
সেই জলে, সেই মেঘে, হাওয়ার প্রবাহে।
(আজিকে কাহারে চাহে ?)

হাওড়ার পুলে
লক্ষ লক্ষ,
হে যক্ষ,
মনোরথে নয়, বাস্-এ, মোটরে ইত্যাদি
অনাদি
তোমাদেরই বহি এই ধারা।
এ জীবন আজো মিল-হারা।
দেখো অদ্ভুৎ
চলে মর্ত্ত্যে দুই মেঘদূত।

(৩)

(ব্যক্তিবিশেষ ও সংঘটনের পরিণাম)

এই দুই ধারা পারে
যক্ষ,
কোথা নিজে তুমি ?
সে কোথায় ?

রচিবারে
পারে কোন্ সৃষ্টি-কবি মেঘকায়া,
জলের হাওয়ার ছায়া
সেদিনের ? সেই ভূমি,
জম্বুবন, বিরহ-জ্যোতির শূন্য উঠিবে কুসুমি ?
আবার প্রাণের নাট্যে নব রামগিরি-
আশ্রমের মূর্তি ঘিরি'
শাপমুক্ত কোনো সৃষ্টিঝড়ে
তিন মেঘদূত এক হবে,
আপনা-সম্পূর্ণ লিখা
মিলনের যুক্ত-শিখা ?
কবে
কালির আঁচড়ে,
বর্ণধূলি-
লগ্ন কোন্ চিত্রীর অঙ্গুলি-
ঘূর্ণাবেগে,
জেগে-
ওঠা বাদলের কণ্ঠস্বরে ?

পর্ব্ব

ধূলোয় দাগ
পায়ের ছাপের, চাকার, খুরের ।
রাস্তা দূরের ।

মগজের গলিতে বইয়ের কালি-মাখা
বলি-রেখা, কত
আসে যায় সতত ।

কম্পিত তৃপ্তি ঘুরন্ত লাইনে খোঁজা,
বাঁকা সোজা । পাণ্ডুলিপি
চাঁদের,—কার্নিসে ; বাহিরে আলোর খুলেচে ছিপি ।

হাতের মুঠোয়
দাগের রাস্তা । (লুটোয়
ভাগ্য, গণৎকারের চক্ষুতে । দুরবস্থা ।)

সব মিলে খসড়া ।

জালি-কাজ, চিহ্ন, [illegible]পথে আঙুল-নির্দ্দেশ ;
শেষ হয়নি [illegible] বইয়ের শেষ ।